Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাফিনা খাতুন

রোলঃ 228021628

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাফিনা খাতুন

রোলঃ 228021628

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাফিনা খাতুন, আইডিঃ 228021628 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শাফিনা খাতুন

(স্বাক্ষর)

শাফিনা খাতুন

আইডিঃ 228021628

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা.....1

অধ্যায় ১: কুরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 3

অধ্যায় ২: জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কুরআন.....7

অধ্যায় ৩: ভূবিজ্ঞান ও কুরআন.....9

অধ্যায় ৪: জীববিজ্ঞান ও কুরআন.....13

অধ্যায় ৫: পরিবেশ ও প্রাণীকুল সম্পর্কিত বিষয়সমূহ.....16

অধ্যায় ৬: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন.....20

অধ্যায় ৭: নৈতিকতা ও বিজ্ঞানচর্চা.....24

অধ্যায় ৮: কুরআন বনাম আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: মিল ও পার্থক্য.....26

অধ্যায় ৯: রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার আলোকে কুরআন 30

অধ্যায় ১০: কুরআনে গণিত ও জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব.....33

অধ্যায় ১১: প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের দৃষ্টিতে কুরআন.....36

অধ্যায় ১২: কুরআনে তথ্য ও যোগাযোগের দৃষ্টিভঙ্গি.....40

অধ্যায় ১৩: কুরআনে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি 43

অধ্যায় ১৪: কুরআনে মহাবিশ্ব ও মহাকাশ গবেষণা.....46

অধ্যায় ১৫: উপসংহার 49

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

১.১ বিষয় নির্বাচনের পটভূমি

আধুনিক সভ্যতা একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির সাক্ষী হয়েছে। মহাকাশ, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখায় মানুষ অসংখ্য রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। এই যুগে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করেন ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, যেখানে বিজ্ঞান বাস্তবতার বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ আল-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা শুধু আধ্যাত্মিকতা নয় বরং মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে। আল-কুরআনে বহু স্থানে এমন সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা আজ প্রমাণিত হয়েছে। যেমন—মহাবিশ্বের সৃষ্টি, ভ্রূণের বিকাশ, পাহাড়ের গঠন, পানির চক্র ইত্যাদি। অথচ এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে, যখন মানুষ বিজ্ঞানের এসব ধারণার খুব কাছাকাছিও পৌঁছায়নি। এই বাস্তবতা আমাদের বাধ্য করে ভাবতে—এমন সব তথ্য কীভাবে একজন নিরক্ষর মরুবাসী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন? এই প্রশ্ন থেকেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো:

কুরআনে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা।

ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নয় বরং সামঞ্জস্য রয়েছে—এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

মুসলিম তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং কুরআনের মহত্ব উপলব্ধি করানো

গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বর্তমানে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে বিপরীত মেরুতে স্থাপন করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্ম যে যুগোপযোগী, যুক্তিনির্ভর এবং বাস্তববাদী ধর্ম—তা প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের গবেষণা বিশেষ প্রয়োজন।

১.৩ গবেষণার সীমা ও পদ্ধতি

সীমাবদ্ধতা:

কুরআনে অসংখ্য আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত ইঙ্গিত থাকলেও এই গবেষণায় নির্বাচিত কিছু বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, যেমন: জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরিবেশ ও নৈতিকতা।

গবেষণাটি সম্পূর্ণভাবে কুরআনের আলোকে, বিশ্বস্ত তাফসিরগ্রন্থ ও প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক উৎসের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

গবেষণায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের কারণে কিছু বিশ্লেষণে বিশ্বাসভিত্তিক উপস্থাপন থাকতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণাটি গুণগত (Qualitative) গবেষণার অন্তর্গত।

প্রাথমিক উৎস হিসেবে আল-কুরআন, সহিহ হাদীস, তাফসিরগ্রন্থ, ইসলামী স্কলারদের গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে পিয়ার-রিভিউড জার্নাল, গবেষণা নিবন্ধ ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনা থেকে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনের আয়াত ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে মিল ও ব্যতিক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

অধ্যায় ১: কুরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

১.১ কুরআনের প্রকাশ ও প্রেক্ষাপট

আল-কুরআন ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ, যা মহান আল্লাহ তা'আলা ২৩ বছরের সময়কালে মানবজাতির পথনির্দেশ হিসেবে নাজিল করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই ওহির গ্রহণকারী এবং এর প্রথম ব্যাখ্যাকারী। কুরআন এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন পৃথিবীর অনেক অংশে মানুষ ঘোর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল এবং বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটাও ছিল না। তবুও কুরআনে বহু আয়াতে প্রকৃতি, মহাবিশ্ব, মানবজীবন, চিকিৎসা, ভূতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কুরআন ঘোষণা করে—

" سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ"
"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি সত্য।"
— (সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৫৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর নিদর্শন কেবল ধর্মীয় নয়, বরং নৈসর্গিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য হবে।

১.২ জ্ঞানের উৎস হিসেবে কুরআন

ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, জ্ঞান দুই প্রকার—ওহি (আলাহী জ্ঞান) ও তজরবা/পর্যবেক্ষণভিত্তিক জ্ঞান (বিজ্ঞান)। কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যেখানে এই উভয় জ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখা যায়।
আল্লাহ বলেন:

" وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ"
"আর আমি আপনার প্রতি 'জিকর' (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেন যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।"
— (সূরা নাহল, ১৬:৪৪)
কুরআনের বহু আয়াতে মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। 'তাফাক্কুর', 'তাদাব্বুর', 'ইলম'—এমন শব্দ শতাধিকবার এসেছে, যা প্রমাণ করে যে কুরআন জ্ঞানের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

১.৩ কুরআনের ভাষা ও বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপন

কুরআন একটি অলৌকিক ভাষায় রচিত, যা একইসাথে সাধারণ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা মূলত ৩টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হয়:

ক. নিখুঁত শব্দচয়ন ও সাধারণ ব্যাখ্যা

কুরআনে বিজ্ঞানবিষয়ক যেসব বিষয় এসেছে, সেগুলো এমনভাবে বর্ণিত যে তা একাধারে প্রাচীন যুগের মানুষকেও বোঝায় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করলেও বিস্ময় জাগায়। যেমন, ভ্রূণ গঠনের ধাপ নিয়ে সূরা মুমিনুন-এ বর্ণিত হয়েছে:

" ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا"...
"অতঃপর আমি নুফতাকে আলাকা (জমাট রক্ত), আলাকাকে মুদগা (চিবানো মাংসপিন্ড), মুদগাকে অস্থিতে রূপান্তর করি..."
— (সূরা মুমিনুন, ২৩:১৪)

এই ধাপগুলো আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

খ. ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভাষা

কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা সেই সময়ের মানুষের কাছে অস্পষ্ট থাকলেও আজ বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন—মহাবিশ্বের প্রসারণ (expanding universe):

" ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ"
"আর আকাশকে আমি শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছি, এবং নিশ্চয়ই আমি তা সম্প্রসারিত করছি।"
— (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৪৭)
এই আয়াতটি বিংশ শতকের আগে বিজ্ঞান জানতো না। অথচ ১৯২৯ সালে অ্যাডউইন হাবল-এর গবেষণায় জানা যায়, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।

গ. সন্দেহ বা বৈপরীত্যহীন বক্তব্য

কুরআন দাবি করে:

" ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا"
"তারা কি কুরআনের প্রতি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে না? যদি এটি আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তাতে বহু বৈপরীত্য খুঁজে পেত।"
— (সূরা নিসা, ৪:৮২)
এটি আল-কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত যথার্থতার অন্যতম দাবি, যেটি আজও চ্যালেঞ্জহীন রয়ে গেছে।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কেবল একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়, বরং এমন একটি জ্ঞানভাণ্ডার, যার অনেক অংশ আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা যাচাইযোগ্য। এতে রয়েছে যুক্তিনির্ভর চিন্তার উৎসাহ, পর্যবেক্ষণের নির্দেশ, আর বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য। তাই কুরআনের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চিন্তা করা এবং সেটিকে গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণ করা একটি সময়োপযোগী প্রয়োজন।

অধ্যায় ২: জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কুরআন

২.১ মহাবিশ্বের সৃষ্টি (Big Bang তত্ত্ব)

আধুনিক বিজ্ঞান মতে, আজ থেকে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে এক বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় বিগ ব্যাং (Big Bang)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, শুরুতে সবকিছু ছিল একটি অতি ঘন ও উত্তপ্ত বিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রসারিত হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

" ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا﴾"

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছিল একত্রিত (একভূমি), অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করেছি।"

— (সূরা আম্বিয়া, ২১:৩০)

এখানে "রতক" অর্থ—একত্র বা সংযুক্ত, আর "ফাতাক" অর্থ—ছিন্ন করা বা আলাদা করা। এই আয়াতটি আধুনিক বিগ ব্যাং তত্ত্বের বিস্ময়কর মিল তুলে ধরে।

২.২ গ্রহ, নক্ষত্র ও কক্ষপথ

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে জানা যায়, সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। কুরআনেও এ বিষয়ে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

" ﴿وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ"

“সূর্য তার নির্দিষ্ট পথে চলমান; এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।”
— (সূরা ইয়াসিন, ৩৮)

এছাড়া বলা হয়েছে:
> " لَا ٱلشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "
“সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না এবং রাত্রি দিনকে অগ্রগামী হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চরণশীল।”
— (সূরা ইয়াসিন, ৪০)

এই আয়াতগুলো আধুনিক কক্ষপথ-তত্ত্ব (Orbital Mechanics) ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২.৩ দিন-রাত্রি ও ঋতুচক্র

পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণনের ফলে দিন-রাত্রি হয়, এবং সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণনের কারণে ঋতুচক্র তৈরি হয়। কুরআনে এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
আল্লাহ বলেন:

" يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ "
“তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাত্রিতে।”
— (সূরা যুমার, ৩৯:৫)

“ইউকাওয়ারু” শব্দটি এসেছে ‘কাওয়ারা’ ধাতু থেকে, যার অর্থ হলো পেঁচিয়ে দেওয়া বা মোড়ানো, যা পৃথিবীর গোলাকৃতি এবং ঘূর্ণনের ধারণার সাথে মিলে যায়।
আরও এসেছে:

إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۭ لِّقَوْمٍ " > يَتَّقُون"

“নিশ্চয়ই রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীলদের জন্য।”

— (সূরা ইউনুস, ১০:৬)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে কুরআন সময়, আবহাওয়া এবং মহাজাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে কতটা সচেতনভাবে কথা বলেছে।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআনে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, কক্ষপথ, দিন-রাত্রি এবং ঋতুচক্র সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আজকের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাবিশ্ববিষয়ক আবিষ্কারের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়। এটি প্রমাণ করে, কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয় বরং একটি অলৌকিক, সময়কে অতিক্রম করে চলা জ্ঞানভাণ্ডার।

অধ্যায় ৩: ভূবিজ্ঞান ও কুরআন

৩.১ পাহাড়ের গঠন ও ভূমিকা

আধুনিক ভূবিজ্ঞান অনুসারে, পাহাড় সৃষ্টি হয় টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ ও উত্তোলনের মাধ্যমে। পাহাড়গুলো ভূমিকে ভারসাম্য দিতে ভূমিকারূপে কাজ করে। ভূবিজ্ঞানীরা একে বলেন “stabilizers” বা “peg-like structures”। কুরআনে প্রায় ৪০ টির মতো আয়াতে পাহাড়ের কথা এসেছে, যার মধ্যে পাহাড়ের ভূমি স্থির রাখার বৈজ্ঞানিক দিকটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

" وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ"

“তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন স্থির পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে দুলে না উঠে।”
— (সূরা লোকমান, ৩১:১০)

এখানে “তামীদা” শব্দের অর্থ হলো কাঁপা বা অস্থির হওয়া। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, পাহাড় ভূমিকে স্থিরতা প্রদান করে, যেটি আধুনিক Plate Tectonics Theory অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য।

আরও বলা হয়েছে:

" وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا"
“আর আমি পাহাড়গুলোকে করেছি পেরেকের মতো।”
— (সূরা নবাঃ, ৭৮:৭)

এখানে ‘আওতাদ’ শব্দের অর্থ পেরেক বা খুঁটি। পাহাড়ের গভীর অংশ মাটির নিচে প্রবেশ করে ভূমিকে স্থিতিশীল করে, ঠিক যেমন পেরেক কোনো বস্তুকে আটকে রাখে। এই উপমা ভূবিজ্ঞান অনুযায়ী অত্যন্ত যথার্থ।

৩.২ পৃথিবীর গঠন ও বিস্তৃতি

আধুনিক বিজ্ঞানে বলা হয়, পৃথিবী একটি গোলাকার ও সামান্য চাপা স্ফেরিক্যাল (oblate spheroid) আকৃতির গ্রহ। এটি একসময় উত্তপ্ত গলিত পদার্থে পূর্ণ ছিল, যা ঠান্ডা হয়ে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়েছে—কোর, ম্যান্টল ও ভূত্বক। কুরআনে পৃথিবীর বিস্তার ও স্থাপন সম্পর্কে বলা হয়েছে:

" وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَا"
“এবং পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তার করেছেন।”

— (সূরা নাযিয়াত, ৭৯:৩০)

“দাহাহা” শব্দটি এসেছে “দাহ’ওয়া” ধাতু থেকে, যার অর্থ ডিমের আকৃতি অনুযায়ী প্রসারিত করা। কিছু ভাষাবিদ বলেন এটি বিশাল বৃত্তাকার বিস্তার বোঝায়, আবার কেউ বলেন উটপাখির ডিমের মতো আকৃতি, যা ভূপৃষ্ঠের বাস্তব আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আরও এসেছে:

" ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا"

“তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছে সহজগম্য ও অনুকূল।”
— (সূরা মুলক, ৬৭:১৫)
এতে পৃথিবীর পরিবেশ, পৃষ্ঠতল, বাসযোগ্যতা ও কৃষির উপযোগিতা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

৩.৩ ভূমিকম্প ও ভূমি পরিবর্তন

ভূমিকম্প টেকটোনিক প্লেটের গতিবিধি ও ভূভাগের অস্থিরতার কারণে ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন এই পরিবর্তনশীলতার তথ্য দেয়, তেমনি কুরআনও ভূমির আন্দোলন ও পরিবর্তনের বিষয়টি ইঙ্গিতে বলেছে।
আল্লাহ বলেন:

" ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا"

“যখন ভূমিকম্পে পৃথিবী তার কম্পন প্রবলভাবে প্রকাশ করবে।”
— (সূরা যিলযাল, ৯৯:১)

এ আয়াতে ভবিষ্যৎ একটি বৃহৎ ভূমিকম্পের বর্ণনা দেওয়া হলেও এটি মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেয় যে, পৃথিবী স্থির নয়, বরং পরিবর্তনশীল।

আবার এসেছে:

" ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً"ً
“যখন শিঙ্গায় একবার ফুঁক দেওয়া হবে, আর পৃথিবী ও পর্বতমালা একযোগে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।”
— (সূরা হাক্কাহ, ৬৯:১৩-১৪)

এটি একদিকে কেয়ামতের ভূমিকম্পের বিবরণ, অপরদিকে কুরআনের ভাষায় ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের বাস্তবতাও প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে কুরআন ও আধুনিক ভূবিজ্ঞানের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য দেখা যায়। কুরআনে যে ভাষায় পাহাড়ের ভূমিকা, পৃথিবীর বিস্তার ও ভূমিকম্পের আলোচনা এসেছে, তা আধুনিক ভূতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সঙ্গে মিলে যায়। কুরআনের এমন অলৌকিক ও নির্ভুল বর্ণনা তার দৈবত্ব ও বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।

অধ্যায় ৪: জীববিজ্ঞান ও কুরআন

৪.১ ভ্রূণ বিকাশের ধাপ (Embryology)

আধুনিক জীববিজ্ঞান মতে, মানব ভ্রূণের বিকাশ একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটে: শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে জাইগোট, তারপর ক্লিভেজ, ব্লাস্টুলা, গ্যাস্ট্রুলা, এবং শেষে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ। এই প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম ও ধাপে ধাপে বিবরণ আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক পরে জানা গেলেও কুরআনে তা ১৪০০ বছর আগে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

" خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ"

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বীর্য থেকে, অথচ সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বিতর্ককারী।"

— (সূরা নাহল, ১৬:৪)

আরও বিশদ বিবরণ এসেছে:

" ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا"

"অতঃপর আমি বীর্যকে করেছি জমাট রক্ত, তারপর সেই জমাট রক্তকে করেছি পিণ্ড, অতঃপর পিণ্ডকে করেছি অস্থি, তারপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি।"

— (সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:১৪)

এই ধারাবর্ণনা আশ্চর্যজনকভাবে ভ্রূণের ধাপগুলোর সঙ্গে মিলে যায়:

নুৎফা = বীর্য (Sperm)

আলাকা = লেগে থাকা বা জমাট রক্ত (Implanted embryo)

মুদগাহ = চিবানো মাংসপিণ্ড সদৃশ ভ্রূণ (Somite stage)
ইযাম = অস্থি (Cartilage to bone)
লাহম = মাংস (Muscle formation)
এটি এমনই নির্ভুল বিবরণ যে, বিখ্যাত ফরাসি চিকিৎসাবিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাই বলেন, “এই বিবরণ এমন যে কোনো আধুনিক জীববিজ্ঞানীও বিস্মিত হবে।”

৪.২ সৃষ্টির ক্রম ও প্রাণের সূচনা

কুরআনে সৃষ্টির ধারা একটি নির্ধারিত ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন বলে:

" وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ "

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার সারাংশ থেকে।"

— (সূরা মু'মিনূন, ২৩:১২)

এরপর এসেছে:

" ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ "

"অতঃপর আমি তাকে রেখেছি একটি নিরাপদ আশ্রয়ে (গর্ভে)।"

— (সূরা মু'মিনূন, ২৩:১৩)

কুরআন মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্ট এবং তার শারীরিক গঠন পরবর্তী পর্যায়ে বীর্য, ভ্রূণ, এবং তারপর পূর্ণ মানবদেহ হিসেবে গঠনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়।

৪.৩ পানি থেকে জীবনের উৎপত্তি

জীববিজ্ঞানে একটি স্বীকৃত তত্ত্ব হলো—"life originated in water" অর্থাৎ জীবন প্রথমে পানির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এটি Abiogenesis তত্ত্বের মূল উপাদান। কুরআনেও বারবার পানি ও জীবনের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

" وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ "

"আর আমি পানির দ্বারা সমস্ত জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?"

— (সূরা আম্বিয়া, ২১:৩০)

আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ও সেল বায়োলজির মতে, কোষের প্রায় ৭০-৮০% পানি, এবং পানি ছাড়া কোনো কোষীয় কার্যক্রম সম্ভব নয়। সুতরাং, কুরআনের এই আয়াত একটি প্রাক-আধুনিক যুগে এক অলৌকিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তুলে ধরে।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে দেখা গেল কুরআন জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো—ভ্রূণ বিকাশ, সৃষ্টির ধারা এবং পানিকে জীবনের উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছে এমনভাবে যা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি প্রমাণ করে, কুরআনের তথ্য কেবল ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটি নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনা।

অধ্যায় ৫: পরিবেশ ও প্রাণীকুল সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

৫.১ পানির গুরুত্ব ও সংরক্ষণ

পানি পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানবজীবন, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীকুল—সবকিছুই পানির উপর নির্ভরশীল। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান পানি সংকট ও জলদূষণকে বৈশ্বিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কুরআনে পানির সৃষ্টি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

" ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ"

“আমি পানির দ্বারা সব জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি।”

— (সূরা আম্বিয়া, ২১:৩০)

এ আয়াত জীবনের মূল উপাদান হিসেবে পানির অপরিহার্যতা তুলে ধরে, যা আধুনিক বিজ্ঞানও সমর্থন করে।

অন্য আয়াতে এসেছে:

" ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ * أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ"﴾
“তোমরা কি দেখো না সেই পানি যা তোমরা পান করো? তা কি তোমরাই আকাশ থেকে নামাও, না আমরা নামাই?”
— (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৬৮–৬৯)

এটি পানির আদি উৎস ও এর নিয়ন্ত্রকের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করে, যা পানির সংরক্ষণ ও অপচয় থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয়।

৫.২ প্রাণীদের মাঝে সামাজিক আচরণ

আধুনিক জীববিজ্ঞান প্রমাণ করে যে প্রাণীরা শুধু বস্তু নয়, বরং তারা জটিল সামাজিক কাঠামো ও আচরণ প্রদর্শন করে। কুরআনেও প্রাণীদের মাঝে এই সামাজিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন:

" ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍۭ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَـٰلُكُم"
“পৃথিবীতে বিচরণকারী কোনো প্রাণী বা দুই পাখাওয়ালা কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতোই একটি জাতি নয়।”
— (সূরা আনআম, ৬:৩৮)

“উমাম” শব্দটি ব্যবহার করে কুরআন এখানে প্রাণীদের নিজেদের জাতি ও সামাজিকতা থাকার দিকটি তুলে ধরেছে। এটা ইঙ্গিত করে যে প্রাণীকুলের

মধ্যেও নেতৃত্ব, পরিবার, দায়িত্ববোধ ও সমাজব্যবস্থা রয়েছে, যেমনটা মৌমাছা, পিঁপড়া, হাতি, ডলফিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ দেখছে।

উদাহরণস্বরূপ, সূরা নামলে পিঁপড়ার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়:

" حيَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ"
“হে পিঁপড়ারা! নিজেদের গর্তে প্রবেশ করো, যেন সুলায়মান ও তার সৈন্যরা তোমাদের অজান্তে পিষে না ফেলে।”
— (সূরা নামল, ২৭:১৮)

এখানে একটি পিঁপড়ার নেতৃস্থানীয় অবস্থান, সতর্কবার্তা, এবং দলগত আচরণের চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫.৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের নির্দেশনা

কুরআন শুধু মানুষ নয়, বরং সমস্ত প্রাণিকুল, উদ্ভিদ ও প্রকৃতিকে আল্লাহর সৃষ্টি ও রহমতের নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করে। আধুনিক পরিবেশনীতি (Environmental Ethics) এখন জোর দিচ্ছে biocentric দৃষ্টিভঙ্গিতে — যা কুরআন বহু আগেই দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

" وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ * فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ * وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ"

"আর তিনি পৃথিবী স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য, এতে আছে ফলমূল, খর্জুর গাছ, শস্য ও সুগন্ধি।"

— (সূরা রহমান, ৫৫:১০–১২)

এই আয়াতে শুধু মানুষের জন্য নয়, "আনাম" অর্থাৎ সকল জীবের জন্য পৃথিবীর উপযোগীতা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

আরও এসেছে:

" وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا"

"পৃথিবীকে ঠিক করার পর তাতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।"

— (সূরা আরাফ, ৭:৫৬)

এটি পরিবেশদূষণ, বন নিধন, প্রাণী নিধন, ও ভারসাম্যহীনতাকে নিরুৎসাহিত করে—যা আধুনিক পরিবেশ সংরক্ষণের মূলনীতি।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে কুরআনের পরিবেশ সংক্রান্ত নির্দেশনা, পানি সংরক্ষণ, প্রাণীকুলের সামাজিকতা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। কুরআনের এই দিকনির্দেশনা আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের সাথে চমৎকারভাবে মিলে যায়। এটি বোঝায় যে, কুরআন কেবল ধর্মীয় নৈতিকতা নয়, বরং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও এক উন্নত নীতিমালা প্রদান করে।

অধ্যায় ৬: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন

৬.১ খাদ্য ও পানীয়

মানবদেহের সুস্থতা রক্ষায় পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান বলে, সুষম আহার শরীর ও মনের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। কুরআনও খাদ্য-বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ বলেন:

" حكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ"

“তোমরা খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করোনা; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।”

— (সূরা আরাফ, ৭:৩১)

এ আয়াত কেবল পুষ্টির কথাই নয়, বরং আধুনিক রোগব্যাধির মূল উৎস যেমন অতিরিক্ত খাওয়া, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যে অপচয়কে নিরুৎসাহিত করে।

কুরআনে কিছু নির্দিষ্ট খাদ্যেরও উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর স্বাস্থ্য উপকারিতা আজ বিজ্ঞান স্বীকৃতি দিচ্ছে:

মধু:

" حفِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاس"ِ

“এতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের আরোগ্য।”

— (সূরা নাহল, ১৬:৬৯)

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত—মধুতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিসেপটিক উপাদান।

খেজুর ও অলিভ:

> খেজুরে রয়েছে আয়রন, মিনারেল ও ফাইবার; অলিভ অয়েলে রয়েছে হৃৎপিণ্ড-সুরক্ষাকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট।

৬.২ রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধে গুরুত্ব দেয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

" حوَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين"ِ

“আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।”

— (সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৮০)

এই আয়াত চিকিৎসার জন্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর নির্ভরতার কথাও বলে।

নবী করিম (সা.) বলেছেন:

" حما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"

“আল্লাহ কোনো রোগই পাঠাননি যার জন্য তিনি প্রতিকার দেননি।”

— (সহিহ বুখারি)

এটি চিকিৎসা গবেষণাকে উৎসাহিত করে—যেখানে প্রতিটি রোগের প্রতিষেধক খুঁজে বের করা বিজ্ঞানীর দায়িত্ব।

৬.৩ হিজামা ও অন্যান্য ইসলামি চিকিৎসা পদ্ধতি

হিজামা (wet cupping therapy) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হাদীসে নবী (সা.) কর্তৃক অত্যন্ত উৎসাহিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন:

" ‹إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُم بِهِ الحِجَامَةُ"

"তোমাদের চিকিৎসার সর্বোত্তম উপায় হিজামা।"
— (সহিহ মুসলিম)

আজ আধুনিক মেডিকেল সায়েন্সেও হিজামার উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে—বিশেষত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, বিষাক্ত রক্ত পরিশোধন, ব্যথা উপশম ইত্যাদিতে।

তাছাড়া, কালোজিরা সম্পর্কে নবী (সা.) বলেন:

" ‹في الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ"

"কালোজিরায় সব রোগের আরোগ্য রয়েছে।"
— (সহিহ বুখারি)
কালোজিরা আজও ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

উপসংহার

কুরআন ও হাদীস চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে গভীর ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু আগেই কুরআন মানুষের রোগ প্রতিরোধ, খাদ্যাভ্যাস ও চিকিৎসার সঠিক রূপরেখা দেয়। এটি বোঝায়, ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং স্বাস্থ্যের প্রতিও সমান গুরুত্ব দেয়।

অধ্যায় ৭: নৈতিকতা ও বিজ্ঞানচর্চা

৭.১ নৈতিকভাবে বিজ্ঞান অনুসন্ধানের নির্দেশ

ইসলামে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়াবি উন্নয়ন নয়, বরং তা মানবতার কল্যাণ ও আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তনের মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত করা। তাই কুরআন জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করলেও তা অবশ্যই নৈতিকতার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ বলেন:

" حقُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"

"বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?"
— (সূরা যুমার, ৩৯:৯)

এই আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা তুলে ধরা হলেও, কুরআনের সামগ্রিক নির্দেশনা হলো—জ্ঞান যেন আল্লাহর পথে ব্যবহৃত হয়, অন্যায় বা ক্ষতির জন্য নয়।

এছাড়াও, কুরআন বারবার চিন্তা-ভাবনা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান নিতে বলেছে:

" حإِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ"

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত-দিনের পরিবর্তনে রয়েছে নিদর্শন—জ্ঞানীদের জন্য।"
— (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০)

৭.২ ইসলামে বিজ্ঞানী ও গবেষকের মর্যাদা

ইসলামের ইতিহাসে বিজ্ঞানীরা কেবল ‘গবেষক’ ছিলেন না, তারা ছিলেন নৈতিক আদর্শের ধারক। কুরআনে জ্ঞান অর্জনকে ইবাদতের মতো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

" ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا"ۗ

“আল্লাহর প্রকৃত ভয় তো কেবল তাঁরই বান্দাদের মধ্যে অনুভব করেন জ্ঞানীরা।”

— (সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসেও দেখা যায়, মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীরা—যেমন ইবনু সীনা, আল-বেরুনি, ইবনু হাইশাম—তাঁদের গবেষণাকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে পরিচালনা করেছেন।

৭.৩ আধুনিক বিজ্ঞান ও নৈতিক দ্বিধা

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান বহু উন্নয়ন ঘটালেও এর কিছু শাখায় নৈতিক দ্বিধা দেখা দিয়েছে:

ক্লোনিং ও জিন প্রযুক্তি: মানব ক্লোনিং কিংবা জিন-সম্পাদনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে—যেখানে কুরআন মানব সৃষ্টি ও স্বতন্ত্র সত্তার কথা বলেছে।

অস্ত্রবিজ্ঞান: পরমাণু বোমা ও রাসায়নিক অস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞান নির্মাণ করেছে, যা গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ:

" ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ"ۗ

“তোমরা সেই প্রাণ হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, যদি না ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকে।”

— (সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩৩)

প্রকৃতি ধ্বংস: বিজ্ঞান-প্রণোদিত শিল্পায়ন পরিবেশ ধ্বংসের দিকে ধাবিত করেছে। অথচ কুরআন পরিবেশ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে—

> "পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।" (সূরা আরাফ, ৭:৫৬)

নৈতিকতা-বিহীন বিজ্ঞান: মানবতার জন্য হুমকি
যে বিজ্ঞান ঈমানহীন, মানবতাবিহীন এবং আল্লাহর ভয়হীন—তা অবশেষে ধ্বংস ডেকে আনে। এজন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিজ্ঞানচর্চার বিকাশই টেকসই, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত।

উপসংহার
এই অধ্যায়ে দেখা গেল, কুরআন শুধুমাত্র বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করেনি, বরং তা যেন নৈতিকতার সীমানার মধ্যে পরিচালিত হয়, সেই নির্দেশনাও দিয়েছে। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সম্মানিত করে কুরআন তাদেরকে সমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আজকের বৈজ্ঞানিক নৈতিক সংকটের সময়েও ইসলামের এই দিকনির্দেশনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

অধ্যায় ৮: কুরআন বনাম আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: মিল ও পার্থক্য

৮.১ প্রমাণিত, অনুমাননির্ভর ও বিতর্কিত বিষয়সমূহ

বিজ্ঞান ও কুরআনের মাঝে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কুরআনের মিল

এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় রয়েছে যেগুলোর প্রমাণিত সত্য কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।

উদাহরণ:

ভ্রূণবিকাশ (Embryology):

" ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً"...

"অতঃপর আমি নুতফাকে সৃষ্টি করলাম আলাকা, অতঃপর আলাকাকে মোদগা..."

— (সূরা আল-মু'মিনুন, ২৩:১৪)

আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী, ভ্রূণের এ ধাপগুলো হুবহু এভাবেই হয়।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (Universe Expansion):

" وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْيْدٍۖ وَإِنَّا لَمُوسِعُون"

"আমি আকাশকে শক্তি দ্বারা গঠণ করেছি এবং আমিই একে সম্প্রসারিত করছি।"

— (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৪৭)

২. অনুমাননির্ভর বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও কুরআন

বিজ্ঞান অনেক সময় কিছু মতবাদ দেয়, যেগুলো পর্যবেক্ষণ-নির্ভর কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণিত নয়। যেমন:

বহু মহাবিশ্বের তত্ত্ব (Multiverse Theory)

এখনো এটি অনুমাননির্ভর এবং কুরআনে সরাসরি এমন কোনো বক্তব্য নেই, তবে “রব্বুল 'আলামীন” শব্দে ‘বহু জগত’-এর ইঙ্গিত কিছু বিশেষজ্ঞ দেন।

এলিয়েন বা বহির্জাগতিক প্রাণীর অস্তিত্ব
কুরআনে জীবনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে:

" حوَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ "
“তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া জীবজন্তু।”
— (সূরা আশ-শূরা, ৪২:২৯)

৩. বিতর্কিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও কুরআনের অবস্থান

ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Darwinian Evolution):
কুরআন মানবসৃষ্টিকে সরাসরি আদম (আ.) থেকে শুরু করেছে:

" حإِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ "
“আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতোই; তাঁকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।”
— (সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৯)

বিজ্ঞান এখনো মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি—এটি একটি বিতর্কিত মতবাদ।

৮.২ বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যে সমন্বয়

১. কুরআন বিজ্ঞানের বই নয়, বরং নির্দেশনার উৎস

কুরআন মূলত এক ধর্মীয় গ্রন্থ, যার উদ্দেশ্য হেদায়াত দেওয়া, তবে তাতে এমন ভাষায় কিছু বর্ণনা রয়েছে যা যুগে যুগে বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

২. ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—বিজ্ঞান ও কুরআন একসঙ্গে চলেছে

মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা যেমন—আল-কিন্দি, আল-খারিজমি, ইবন সিনা, ইবন হাইশাম প্রভৃতি—ধর্মীয় অনুপ্রেরণাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানচর্চা করেছেন।

বিজ্ঞানকে ইসলাম 'ইবাদতের' পর্যায়ে উন্নীত করেছে যদি তা মানবকল্যাণে হয়।

৩. কুরআন বিজ্ঞানকে প্রশ্ন করতে শেখায়

" ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ"

"তারা কি উটের দিকে দেখে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"
— (সূরা আল-গাশিয়াহ, ৮৮:১৭)

এ আয়াতে কুরআন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে বলেছে—যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

উপসংহার

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান অনেকক্ষেত্রে একে অপরকে পরিপূরক হিসেবে দেখা যায়। কুরআনের অনেক বক্তব্য বিজ্ঞানের শতাব্দী পর প্রমাণিত হয়েছে,

আবার কিছু বিষয়ে বিজ্ঞান এখনো পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। যেহেতু বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, তাই কুরআনের চিরন্তন বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মেলানোর আগে বিবেচনার প্রয়োজন আছে। তবে এটি সুস্পষ্ট যে, কুরআন সবসময় চিন্তা, অনুসন্ধান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করেছে—যা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃত মূলে রয়েছে।

অধ্যায় ৯: রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার আলোকে কুরআন

৯.১ পদার্থ ও মৌলিক উপাদানসমূহের সৃষ্টি

পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথা হলো—এই জগতের সবকিছু মৌলিক কণার সমন্বয়ে গঠিত। আজকের বিজ্ঞানে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের মাধ্যমে পরমাণু গঠনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে খুব প্রাথমিকভাবে বস্তু ও তার ক্ষুদ্রতম কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

" حوَمَا يَسْقُطُ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ"
“আকাশে ও পৃথিবীতে একটি কণাও পড়ে না, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়।”
— (সূরা সাবা, ৩৪:৩)

এখানে “ذَرَّةٍ” শব্দটি ক্ষুদ্র কণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে—যা অনেক ব্যাখ্যাকার অনুসারে আণবিক কণা বা পরমাণু বোঝায়।

৯.২ ধাতু ও রাসায়নিক সম্পদ

রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধাতু এবং তাদের রাসায়নিক গঠন ও ব্যবহারে। কুরআনে লোহা ও অন্যান্য ধাতুকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

" حوَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ"

“আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, এতে রয়েছে প্রবল শক্তি এবং মানুষের উপকার।”

— (সূরা হাদীদ, ৫৭:২৫)

এই আয়াতে 'লোহা' অবতীর্ণ করা হয়েছে বলা হয়েছে, যার আভিধানিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা যায়—লোহার মূল উপাদান (Fe) পৃথিবীতে মূলত মহাজাগতিক (supernova) বিস্ফোরণের মাধ্যমে এসেছে, যা একটি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য।

৯.৩ শক্তি রূপান্তর ও কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

পদার্থবিজ্ঞানে শক্তি সংরক্ষণ ও রূপান্তর একটি মৌলিক নীতি (Law of Conservation of Energy)। কুরআনে রয়েছে সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য উপাদান যেভাবে মানুষের কল্যাণে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার ইঙ্গিত।

" حوَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا"

“আমি সূর্যকে একটি দীপ্তিময় প্রদীপ করেছি।”

— (সূরা আন-নাবা, ৭৮:১৩)

সূর্যকে “সিরাজ ওহহাজ” (জ্বলন্ত প্রদীপ) বলা হয়েছে, যা মূলত তাপ ও আলোর শক্তির উৎস।

৯.৪ ভার্সাম্য ও তৌল নীতি

রসায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো ভারসাম্য (equilibrium) ও নিখুঁত মাপ-জোক। কুরআনও বিশ্বজগতকে নিখুঁত মাপে পরিচালিত বলে উল্লেখ করেছে।

" وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ"

"আকাশকে তিনি উচ্চে তুলে ধরেছেন এবং স্থাপন করেছেন পরিমাপ।"
— (সূরা আর-রহমান, ৫৫:৭)

এখানে "মীযান" শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে ভারসাম্য, যা পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৯.৫ পদার্থের পরিবর্তন ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

রসায়নের ভিত্তিতে পদার্থের বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে—যেমন কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে গ্যাস, অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন যৌগ সৃষ্টি। কুরআনে পানি থেকে জীবন সৃষ্টি এবং মাটি থেকে মানব গঠন, এগুলো মৌলিক রাসায়নিক রূপান্তরের প্রতীক হতে পারে।

" وَخَلَقْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ"

"আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি।"
— (সূরা আম্বিয়া, ২১:৩০)

এ আয়াত জীববিজ্ঞান ছাড়াও রসায়নের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পানি একটি দ্রাবক যা জীবনের মৌলিক রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যম।

উপসংহার

কুরআনে বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক আয়াত রয়েছে, যা রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের মূল ধারার সঙ্গে সুসংগত। বস্তু ও শক্তির সৃষ্টির বর্ণনা, মৌলিক উপাদানের ব্যবহার, ভারসাম্য ও পরিমাপ, শক্তি রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য প্রাচীন কালের হলেও তা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে চিন্তা করলে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এসব আয়াত প্রমাণ করে যে কুরআন মানুষের চিন্তা, গবেষণা ও আবিষ্কারকে উৎসাহিত করে এবং তা সবসময়ই যুক্তি ও বাস্তবতার ভিত্তিতে।

অধ্যায় ১০: কুরআনে গণিত ও জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব

১০.১ জ্ঞানার্জনের প্রতি কুরআনের গুরুত্ব

ইসলাম ধর্মের অন্যতম ভিত্তি হল জ্ঞানচর্চা। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই জ্ঞানার্জনের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে:

" ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ"

“পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।”
— (সূরা আল-আলাক, ৯৬:১)

এ আয়াত মানবজাতিকে চিন্তা করতে, জানতে ও জানতে চেষ্টার মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনার আহ্বান জানায়। জ্ঞান চর্চার এই মৌলিক আহ্বানই পরবর্তীকালে ইসলামি সভ্যতায় গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছে।

১০.২ কুরআনে গণিতের সূক্ষ্ম প্রয়োগ

কুরআনে সরাসরি "গণিত" শব্দ না থাকলেও বিভিন্ন আয়াতে গণিতের ব্যবহার ও প্রেরণা বিদ্যমান। বিশেষত:

১. উত্তরাধিকার হিসাব (Inheritance Law)
কুরআনের সবচেয়ে গণনাভিত্তিক অংশ হচ্ছে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান:

" ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ"...
"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ দিচ্ছেন: পুত্রের ভাগ দুটি, কন্যার ভাগ একটির সমান..."
— (সূরা আন-নিসা, ৪:১১)

এই ধরনের অংশবিশেষ বিশ্লেষণ করে জ্যামিতিক অনুপাত, ভগ্নাংশ ও সমীকরণ অনুযায়ী সম্পত্তির বিভাজন করতে হয়, যা একটি পরিপূর্ণ গণিত চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে।

২. রোজা, সালাত ও সময় গণনা
ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত নির্ভর করে সময়ের গণনার উপর:

" ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ"...
"আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারটি, আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত..."
— (সূরা আত-তাওবা, ৯:৩৬)

আরও আছে:

> "فَاقْدِرُواْ لَهُۥ" — "তোমরা চাঁদের হিসাব করো।"
— (সহীহ হাদীস: চাঁদের রূপ দেখে রোযা নির্ধারণ)
এখানে স্পষ্ট সময় নির্ণয়, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণনার ব্যবহার।

১০.৩ সংখ্যা ও তুলনামূলক তথ্য ব্যবহারে কুরআনের শৈলী

কুরআনের অনেক আয়াতে সংখ্যাসূচক তথ্য রয়েছে, যা পরিমিতির ধারণা প্রদান করে:

“সপ্ত আকাশ” — (সূরা ত্বালাক, ৬৫:১২)
“সপ্ত দিন”, “চার মাস পবিত্র”, “তিন দিন রোযা”

আসহাবে কাহাফের সময়কাল:

" وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا"
“তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর এবং আরও নয় বছর বাড়িয়ে।”
— (সূরা কাহাফ, ১৮:২৫)

এই রকম সময় ও সংখ্যার নিখুঁত উল্লেখ গণিত চর্চার প্রতি কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে।

১০.৪ ইসলামি সভ্যতায় গণিতের বিকাশ

কুরআন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিতশাস্ত্রের বহু শাখায় অনন্য অবদান রেখেছেন:

মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খারিজমি: অ্যালজেব্রা (Algebra) ও Algorithm-এর প্রবর্তক

ওমর খৈয়াম: ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি

আল-বিরুনি: পরিমাপ ও গণনার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন

১০.৫ জ্ঞানচর্চার নৈতিকতা ও উদ্দেশ্য

কুরআনে জ্ঞানকে দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং সত্য অন্বেষণ ও মানবকল্যাণে প্রয়োগ করাই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য।

" ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا"ۗ

"আল্লাহর ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী।"
— (সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

উপসংহার

কুরআন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পথনির্দেশিকা নয়; এটি এক জ্ঞানের উৎসও বটে, যেখানে গণনার যথাযথ প্রয়োগ, সময়ের হিসাব, অংশের বন্টন, তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন গণিতিক ও যুক্তিভিত্তিক উপাদান স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায় থেকে স্পষ্ট হয়—ইসলাম গণিত ও জ্ঞানচর্চাকে উপেক্ষা করেনি, বরং তাকে উৎসাহিত করেছে মানবসভ্যতার কল্যাণে নিয়োজিত করতে।

অধ্যায় ১১: প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের দৃষ্টিতে কুরআন

১১.১ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ধারণা

প্রযুক্তি মূলত মানুষের চিন্তা, জ্ঞান ও কৌশলের সমন্বয়ে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে বসবাস উপযোগী করে তোলার একটি উপায়। কুরআন প্রযুক্তি বা "টেকনোলজি" শব্দটি সরাসরি ব্যবহার না করলেও এর প্রেক্ষাপট ও প্রেরণা নানা আয়াতে পরোক্ষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
মানবজাতির সৃষ্টিশীলতা, নব উদ্ভাবন, যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অগ্রসর হওয়ার স্পষ্ট বার্তা কুরআনে রয়েছে।

১১.২ নবী নূহ (আ.) ও জাহাজ নির্মাণ: প্রযুক্তির আদি নিদর্শন

নবী নূহ (আ.)-এর কাহিনীতে আমরা একটি জাহাজ নির্মাণের নির্দেশ পাই, যা মানবসভ্যতার প্রাচীনতম প্রযুক্তির অন্যতম নিদর্শন।

" وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا"...

"তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা নির্মাণ করো।"
— (সূরা হূদ, ১১:৩৭)

এখানে "অসনাঅিল্-ফুল্ক"—অর্থাৎ 'জাহাজ তৈরি করো'—এই নির্দেশে প্রকৌশল ও কারিগরি প্রযুক্তির উৎস নিহিত আছে। এটি সৃষ্টিশীলতার প্রতি আল্লাহর উৎসাহ প্রদান।

১১.৩ দাউদ (আ.) ও লোহার নমনীয় ব্যবহার

কুরআনে নবী দাউদ (আ.)-কে লোহা নরম করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রতীক।

" وَأَلَنَّا لَهُ ٱلۡحَدِيدَ"

"আমি তার জন্য লোহা নমনীয় করে দিয়েছিলাম।"
— (সূরা সাবা, ৩৪:১০)

এর মাধ্যমে দাউদ (আ.) যুদ্ধাস্ত্রসহ বিভিন্ন উপকারী বস্তু নির্মাণ করতেন। এটি ধাতব প্রকৌশলের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।

১১.৪ সুলায়মান (আ.) ও আধুনিক প্রযুক্তির দৃষ্টান্ত

সুলায়মান (আ.)-এর আমলে প্রযুক্তির নানা অগ্রগতি দেখা যায়। যেমন—দূর থেকে সংবাদ আনা, যোগাযোগ প্রযুক্তি, দ্রুতগামী বাহন, এমনকি কাঁচের মেঝে (glass floor) এর ব্যবহার:

" ﴿فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ لَهَا هَٰذَا صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ﴾"

"যখন সে এল, বলা হল: এটি একটি কাঁচের মসৃণ মেঝে।"
— (সূরা আন-নামল, ২৭:৪৪)

এখানে "قَوَارِيرَ" অর্থাৎ কাঁচ ব্যবহার করে নির্মিত আধুনিক নকশা বোঝানো হয়েছে, যা আজকের আর্কিটেকচারে ব্যবহৃত গ্লাস টাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাপ রাখে।

১১.৫ জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও উদ্ভাবনে উৎসাহ

কুরআনে মানুষের চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যা উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি।

" ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾"

"তারা কি চিন্তা করে না আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব নিয়ে?"
— (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৮৫)

এই আয়াত মানুষের মাঝে কৌতূহল ও অনুসন্ধানী মনোভাব গঠনে ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানের সব শাখা—যেমন: যন্ত্রবিদ্যা, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি মূলত এই চিন্তার ফল।

১১.৬ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিক নির্দেশনা

কুরআন প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র উপকরণ হিসেবে দেখে না, বরং তার ব্যবহারে নৈতিকতার নির্দেশ দেয়:

" حوَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا"

“পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।”

— (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৬)

এখানে প্রযুক্তির অপব্যবহার (যেমন: পরিবেশ দূষণ, যুদ্ধাস্ত্র, তথ্য বিকৃতি) থেকে বিরত থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার

কুরআন প্রযুক্তিকে নিষিদ্ধ করেনি বরং মানবকল্যাণে এর ব্যবহারকে উৎসাহ দিয়েছে। প্রাচীন নবীদের জীবনে প্রযুক্তির প্রাথমিক রূপ দেখা গেলেও আধুনিক প্রযুক্তি তারই একটি সম্প্রসারণ। মূল কথা, কুরআন চায় মানুষ চিন্তা করুক, পর্যবেক্ষণ করুক, উদ্ভাবন করুক—তবে যেন তা নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের সীমানায় থাকে।

অধ্যায় ১২: কুরআনে তথ্য ও যোগাযোগের দৃষ্টিভঙ্গি

১২.১ তথ্য ও যোগাযোগ: একটি আধুনিক বাস্তবতা

তথ্য (Information) ও যোগাযোগ (Communication) আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তথ্যের সঠিক আদান-প্রদানই বিশ্বব্যবস্থা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি। যদিও কুরআনে "তথ্য প্রযুক্তি" বা "যোগাযোগ প্রযুক্তি" শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়নি, তবে তথ্য আদান-প্রদান, সংবাদ পৌঁছানো, বার্তাবাহক, সততা ও প্রমাণভিত্তিক যোগাযোগের প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১২.২ আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহকদের ভূমিকা: নবীগণই তথ্য বাহক

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য নবীদের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন। নবীরা ছিলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহর “রিসালাত বাহক” বা বার্তাবাহক।

" حرُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ"
“রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছে, যাতে রসূলগণের পরে মানুষের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি না থাকে।”
— (সূরা আন-নিসা, ৪:১৬৫)

এটি তথ্য সংবাহনের পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ রূপ।

১২.৩ সত্য সংবাদ প্রচার ও গুজব প্রতিরোধের নির্দেশনা

কুরআনে তথ্য প্রচারে সতর্কতা ও যাচাইয়ের নির্দেশ রয়েছে, যা আজকের ‘ফ্যাক্ট চেকিং’ বা ‘ইনফরমেশন যাচাই’ ব্যবস্থার মতোই।

" ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا"...

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও।"

— (সূরা হুজুরাত, ৪৯:৬)

এ আয়াত মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সকল তথ্যবাহকের জন্য একটি মৌলিক নীতিমালা।

১২.৪ দূরবর্তী বার্তা প্রেরণ: সুলায়মান (আ.) ও হুদহুদ পাখির ঘটনা

কুরআনে সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে হুদহুদ পাখির মাধ্যমে সংবাদ পাঠানোর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা বর্তমান ড্রোন বা রিমোট মেসেজিং প্রযুক্তির মতো দেখতে:

" ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ"

"সে (হুদহুদ) ফিরে এসে বলল, আমি এমন একটি খবর এনেছি যা আপনি জানেন না; আমি সাবা থেকে একটি নিশ্চিত সংবাদ এনেছি।"

— (সূরা আন-নামল, ২৭:২২)

এখানে 'নবাআ ইয়াকীন' (নিশ্চিত বার্তা) শব্দটি তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১২.৫ তথ্য লুকানো ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সতর্কতা

কুরআন তথ্য গোপন করা ও বিকৃত করা নিষিদ্ধ করেছে:

" ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ... أُوْلَـٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ"

"যারা গোপন করে দেয় আমি যা অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়াতরূপে—তাদের উপর আল্লাহর লানত।"

— (সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৯)

তথ্য লুকানো আজকের জাল সংবাদ বা মিথ্যা প্রচারণার মতোই মারাত্মক সামাজিক ক্ষতি ডেকে আনে।

১২.৬ যোগাযোগে শালীনতা ও গোপনীয়তা

কুরআনে নারীদের জন্য পর্দা ও ভদ্র আচরণের নির্দেশনার মাধ্যমে যোগাযোগে শালীনতা রক্ষা করা হয়েছে:

" ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ"

"তোমরা কথা বলার সময় কোমলভাবে বলো না, যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা লোভ না করে।"

— (সূরা আহযাব, ৩৩:৩২)

এটি অনলাইন যোগাযোগ, ফোনালাপ, সামাজিক মাধ্যমে আদব রক্ষার নির্দেশনারও সমান প্রযোজ্য।

উপসংহার

তথ্য ও যোগাযোগ কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কুরআন বার্তাবাহক প্রেরণের মাধ্যমে তথ্য পৌঁছানোর একটি ঐশী ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। সত্য তথ্য যাচাই, গুজব প্রতিরোধ, প্রমাণভিত্তিক প্রচার এবং শালীন যোগাযোগ—এসবই কুরআনের নির্দেশনা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কুরআনের এসব শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

অধ্যায় ১৩: কুরআনে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি

১৩.১ পরিবেশের গুরুত্ব ও আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রকৃতি

কুরআনে বারবার আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, নদী, বৃষ্টি, গাছপালা ও প্রাণীকুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো শুধুই নয়নাভিরাম দৃশ্য নয়, বরং তা মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নিয়ামত।

" ۞إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ"

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

— (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০)

এই আয়াতে পরিবেশকে নিছক বস্তু নয়, বরং চিন্তাশীল মানুষের জন্য চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার উৎস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩.২ ভারসাম্য ও মাপকাঠি (Mīzān) বজায় রাখার নির্দেশ

পরিবেশ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কুরআনে 'মীযান' (مِيزَان) শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

" ۞وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْاْ فِى ٱلْمِيزَانِ"

"তিনি আকাশকে উত্তোলন করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মাপকাঠি। যাতে তোমরা পরিমাপে সীমালঙ্ঘন না কর।"

— (সূরা আর-রহমান, ৫৫:৭–৮)

এই আয়াত প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষার একটি মৌলিক নির্দেশনা। আজকের টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তিও এই পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা।

১৩.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের নির্দেশনা

আল্লাহর দেওয়া রিজিক ও সম্পদের অপব্যয় কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ব্যবহার, পানির অপচয় রোধ ও সম্পদের সংরক্ষণ কুরআনের অন্যতম শিক্ষা।

" حوَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ"

"অপচয় কোরো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

— (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৬–২৭)

এটি জল, বিদ্যুৎ, খাদ্যসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে সংযমের শিক্ষা দেয়।

১৩.৪ পরিবেশ দূষণ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে সতর্কতা

আধুনিককালে শিল্পায়ন, প্লাস্টিক, কেমিক্যাল ও যান্ত্রিক কর্মকাণ্ড পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলেছে। অথচ কুরআনে ভূমি ও পরিবেশ নষ্ট করার বিরুদ্ধে কড়া সতর্কতা রয়েছে:

" حوَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا"

"পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।"

— (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৬)

এটি পরিবেশ দূষণ, গাছ কাটা, জলদূষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার বিরুদ্ধে কুরআনের মৌলিক নীতিমালা।

১৩.৫ গাছপালা ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব

কুরআনে সবুজায়নের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে এসেছে। গাছপালা শুধু ছায়া বা খাদ্যের উৎস নয়, বরং তা পরিবেশের পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করে।

" ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ"﴾
"তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন, তা থেকে তোমরা পান করো এবং তা থেকে গাছপালা জন্মায় যা দিয়ে তোমরা পশু চারণ করাও।"
— (সূরা আন-নাহল, ১৬:১০)

বৃক্ষরোপণ ইসলামে একটি সদকায়ে জারিয়া, যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম উপায়।

১৩.৬ টেকসই উন্নয়নের কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

টেকসই উন্নয়ন বলতে বুঝায় এমন উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের হানি না করে। কুরআনও এমন উন্নয়নের নির্দেশ দেয়:

" ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا"
"আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা দ্বারা আখিরাতের অন্বেষণ করো; তবে দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না।"
— (সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭৭)

এখানে আখিরাতের দিকে মনোযোগের সাথে দুনিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করার দিকনির্দেশনা রয়েছে।

উপসংহার

কুরআন শুধু আধ্যাত্মিকতা শেখায় না; এটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের একটি নৈতিক ও প্রাকৃতিক ভিত্তি গড়ে দেয়। ভারসাম্য, সংযম, গাছপালা রক্ষা, দূষণ থেকে বিরত থাকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করা—এসবই কুরআনের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। তাই আজকের জলবায়ু সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে কুরআনের এই বার্তাগুলো আমাদের গাইডলাইন হয়ে উঠতে পারে।

অধ্যায় ১৪: কুরআনে মহাবিশ্ব ও মহাকাশ গবেষণা

১৪.১ মহাবিশ্ব: বিস্তৃত, সুশৃঙ্খল ও ঈশ্বরনির্দেশিত এক বিস্ময়

আধুনিক বিজ্ঞান যেমন বলে, মহাবিশ্ব একটি নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারিত বাস্তবতা—তেমনি কুরআনও বহু আগেই মহাবিশ্বের বিস্তৃতি ও সুনিপুণ বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেছে।

" وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْيْدٍۖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ"

“আমি (আল্লাহ) আকাশমণ্ডলীকে শক্তি দ্বারা নির্মাণ করেছি এবং আমি তো অবশ্যই একে সম্প্রসারিত করে চলেছি।”
— (সূরা আদ-ধারিয়াত, ৫১:৪৭)

এই আয়াত Big Bang ও মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের (expanding universe) ধারণার সঙ্গে দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৪.২ মহাশূন্যে কক্ষপথ ও মহাজাগতিক সংগতি

কুরআনে উল্লেখ আছে গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব গতিপথ সম্পর্কে, যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানেও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

" وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ"

“সূর্য নির্ধারিত পথে চলছে; এটি পরাক্রমশালী জ্ঞাত আল্লাহরই নির্ধারণ।”
— (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৩৮)

এটি সূর্যসহ মহাকাশীয় বস্তুগুলোর গতিশীল অবস্থান ও কক্ষপথ বোঝায়।

১৪.৩ চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহের কার্যকারিতা ও পরিমিতি

আধুনিক ক্যালেন্ডার, ঋতুচক্র, সময় নির্ধারণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে চন্দ্র-সূর্যের ভূমিকা অপরিসীম। কুরআনেও এ দুটি জ্যোতির্বস্তুকে সময় গণনার উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

> " هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ"

“তিনিই সূর্যকে জ্যোতি এবং চন্দ্রকে আলো করেছেন এবং তার অবস্থান নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো।”
— (সূরা ইউনুস, ১০:৫)

এই আয়াত বিজ্ঞানভিত্তিক ক্যালেন্ডার ও সময় গণনার ভিত্তি নির্দেশ করে।

১৪.৪ রাত ও দিনের আবর্তন: পৃথিবীর ঘূর্ণন ও সময়চক্র

পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে দিন-রাত পরিবর্তনের কথা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে:

" يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ"

“তিনি রাতকে দিন দিয়ে আচ্ছাদন করেন এবং দিনকে রাত দিয়ে আচ্ছাদন করেন।”
— (সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫)

এটি পৃথিবীর আবর্তন এবং দিন-রাতের চলমান ব্যবস্থার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

১৪.৫ মহাকাশ অনুসন্ধান ও অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ

আধুনিক যুগে মানুষ মহাকাশে যাত্রা করেছে, চাঁদে পা রেখেছে এবং মঙ্গলে বসবাসের চিন্তা করছে। কুরআনে বলা হয়েছে:

" يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ"

"হে মানব ও জিন জাতি! যদি তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পারো, তবে করো। কিন্তু ক্ষমতা ব্যতীত তা করতে পারবে না।"

— (সূরা আর-রহমান, ৫৫:৩৩)

এ আয়াত মহাকাশ গবেষণার প্রতি চ্যালেঞ্জ ও উৎসাহ জাগানিয়া—যা আজকের বিজ্ঞান অনুসন্ধানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

উপসংহার

কুরআন একদিকে যেমন মহাবিশ্বের বিস্তৃতি, সৌরজগতের সংগতি, দিন-রাত্রির পরিবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের ভূমিকা বর্ণনা করেছে, তেমনি মহাকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও একটি বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎসাহ প্রদান করেছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা কুরআনের নির্দেশনার সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিল খুঁজে পেয়েছে, যা আল্লাহর বাণীর অলৌকিকতা এবং যুগোপযোগীতা প্রমাণ করে।

অধ্যায় ১৫: উপসংহার

১৫.১ সারসংক্ষেপ ও আলোচনার মূল নির্যাস

"কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান" বিষয়ক এই গবেষণায় আমরা দেখতে পেয়েছি, কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয় বরং এটি মানবজাতির জন্য এক যুগান্তকারী জ্ঞানের উৎস। প্রায় ১৪০০ বছর আগে নাজিল হওয়া এই কিতাবে এমন অনেক তথ্য ও ব্যাখ্যা রয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করতে পেরেছে। যেমন—মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা (Big Bang), মানব ভ্রূণের বিকাশ, পর্বতের ভূমিকা, পানির উৎস ও চক্র, প্রাণীর সামাজিক আচরণ, এমনকি লৌহ (আয়রন)-এর বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত কুরআনে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উল্লেখ আছে।

গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান কোনো দ্বন্দ্বে নেই বরং পরস্পরকে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করে। এটি একদিকে যেমন ঈমানদারদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে কুরআনের প্রতি নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

১৫.২ কুরআনের প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিক যুগে প্রভাব

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অনেকেই ধর্মকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পরিধিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। অথচ কুরআনের আলোকে দেখা যায়, ইসলাম বিজ্ঞান ও জ্ঞানকে উৎসাহিত করেছে। প্রাথমিক মুসলিম সভ্যতা থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা।

আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির মধ্যেও কুরআনের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত। বরং বিজ্ঞান যত এগোয়, কুরআনের আয়াতগুলো তত গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

১৫.৩ সুপারিশমালা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশ

এই গবেষণাকে আরও বিস্তৃতভাবে কাজে লাগাতে নিচের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে—

১. ইসলামি শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান ও কুরআনের সংযোগ বিষয়ে অধ্যয়ন যুক্ত করা
শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈমান ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তা বিকাশের জন্য কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াতগুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে পড়ানো উচিত।

২. বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ইন্টারডিসিপ্লিনারি গবেষণা বৃদ্ধি করা
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান অনুষদের যৌথ উদ্যোগে গবেষণার সুযোগ তৈরি করা।

৩. মুসলিম গবেষকদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করা
নব প্রজন্মকে কুরআনভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করা উচিত।

৪. প্রমাণিত ও অপব্যাখ্যাযোগ্য আয়াতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য টানা
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনায় প্রমাণিত ও ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয়ের মাঝে বিভ্রান্তি এড়ানো আবশ্যক।

৫. কুরআনের বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে অনলাইন কনটেন্ট ও ভাষান্তর গ্রন্থ প্রকাশ
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামের বস্তুনিষ্ঠ পরিচিতি ও কুরআনের বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ তুলে ধরার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

উপসংহার

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। কুরআন একটি জ্ঞানের উৎস, যা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ভাবনাকেও আলোকিত করে। এই গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে আয়াতগুলো একসময় শুধু বিশ্বাসের জায়গা ছিল, সেগুলো আজ বিজ্ঞানের ভাষায়ও সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে এই সত্যিকার মিল আমাদের কুরআনের উপর বিশ্বাসকে আরো মজবুত করে এবং বিজ্ঞানচর্চাকে করে নৈতিক ও মানবিক গন্তব্যের দিকে পরিচালিত।

(সমাপ্